দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

অন্তত একজন নিরক্ষরকে হলেও সাক্ষর করে তুলুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে বলেন, 'মহান একুশে ফেব্রুয়ারী, অমর শহীদ দিবস, আমাদের সংগ্রামমুখর জাতীয় জীবনে এক উজ্জ্বল দিন। এ দিন আমরা প্রাণের মূল্যে প্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদাই শুধু প্রতিষ্ঠা করিনি, বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে আমরা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদী চেতনাকে স্পষ্ট করে তুলেছিলাম। কালের ধারাবাহিকতায় বার বার আমরা প্রমাণ করেছি একুশের অন্য নাম মাথানত না করা। আমি এ ঐতিহাসিক

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অন্তত একজন নিরক্ষরকে হলেও সাক্ষর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিনে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সফিউদ্দীন ও সালাউদ্দীনসহ নাম না জানা শহীদদের— যাদের বুকের রক্তে আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ১৯৪৮ সালে সূচিত হয়ে ১৯৫২ সালে শীর্ষদেশে পৌঁছুনো মহান ভাষা আন্দোলন শুধুই একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, কিংবা সরকারী পর্যায়ে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এর সঙ্গে বাঙালির ইতিহাস, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব যুক্ত ছিল বড় নিবিড়ভাবে। মহান ভাষা আন্দোলনে আমাদের আত্মদানের প্রায় অর্ধশত ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আড়াই দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেদের দাঁড় করাতে পারি। আমরা কি মাতৃভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছি? আসুন, আগে আমরা আত্মবিশ্লেষণে উদ্যোগী হই। একুশে ফেব্রুয়ারীকে আমাদের অর্জনের সালতামামি ও মাতৃভাষার প্রতি অঙ্গীকার নবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করি।

'আমাদের ছোট এই দেশ যতই দারিদ্র পীড়িত হোক, আমরা এখন বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থেকে মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা সফল হতে পারবো না। যদি শিক্ষিত মানুষের হার না বাড়ে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমরা অর্জন করতে পারবো না। শহীদ দিবসে দেশের প্রতিটি শিক্ষিত নাগরিকের কাছে আমার আবেদন, অন্তত একজন নিরক্ষরকে হলেও আপনারা সাক্ষর করে তুলুন। আগামী দশ বছরের মধ্যে আমরা নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। আমাদের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রতিও আমি এগিয়ে আসার আহবান জানাই। আমাদের উপলব্ধিতে স্বচ্ছ হতে হবে যে শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেই ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের আত্মদান সার্থক হবে।

'আজ আমরা স্মরণ করি, ১৯৭৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে জাতির জনক তাঁর বক্তব্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহান ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু বন্দী ও অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকার সময় ভাষার দাবীতে অনশন শুরু করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে বাহান্ন সালের ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারী পাঁচ দিন আগে অনশনরত বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করেছিল। সেদিন নারায়ণগঞ্জ স্টীমার-ঘাটে বঙ্গবন্ধু সমবেত জনতার উদ্দেশে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ভাষা আন্দোলনকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় বক্তৃতা করে জাতির জনক আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদাই শুধু উর্ধ্বে তুলে ধরেননি, দেশ এবং জাতিকেও সম্মানিত করেছিলেন। জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা প্রদানের সেটিই প্রথম দৃষ্টান্ত।

'আসুন, দলমত নির্বিশেষে আমরা দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হই এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত দেশ গড়ার কাজে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার শপথ গ্রহণ করি। এভাবেই আমরা পারি ভাষা শহীদদের প্রতি সর্বোত্তম শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।'